শীতলক্ষ্যায় লঞ্চডুবি: নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৫

নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যায় যাত্রীবাহী লঞ্চডুবির ঘটনায় ভাসমান অবস্থায় আরও পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট ৩৫ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার সকালে কয়লাঘাট এলাকা থেকে তাদের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এর আগে সোমবার পর্যন্ত ২৯ মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।

লঞ্চডুবির ঘটনায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা তাহেরী ববিকে প্রধান করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। কমিটিকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

এ ছাড়া বিআইডব্লিউটিএর নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক রফিকুল ইসলামকে প্রধান করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

রোববার সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে নারায়ণগঞ্জ কয়লাঘাট এলাকায় কার্গো জাহাজের ধাক্কায় অর্ধশতাধিক যাত্রী নিয়ে সাবিত আল হাসান নামে যাত্রীবাহী লঞ্চটি ডুবে যায়। সোমবার দুপুর ১২টায় লঞ্চটি উদ্ধারের পর সোয়া ১টায় উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করেন বিআইডব্লিটিএর চেয়ারম্যান কমোডর গোলাম সাদেক।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মুরগি ব্যবসায়ী নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া বাজার থেকে পাখি ভ্যানে বাড়ি যাবার পথে রাজা (২৫) নামের এক মুরগি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। রাজা গাংনী উপজেলার মহেশপুর গ্রামের তরিকুল ইসলামের ছেলে। আজ সোমবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাজার পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে , রাজা প্রতিদিনের ন্যায় ব্যবসা শেষে নিজের পাখি ভ্যান নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছিলেন ।

মহেশপুরের মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছালে মাটি ভর্তি একটি ট্রলি ধাক্কা দিলে রাজা ছিটকে পড়ে যায়। এসময় সে মারাত্মক আহত হন।

স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজাকে দেখে মৃত্যু খবর নিশ্চিত করেন।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান এ ঘটনায় ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরে লক ডাউনের প্রথম দিন জীবন যাত্রা প্রায় স্বাভাবিক, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স গেটলক

দেশ ব্যাপী করোনা সংক্রমণে দ্বিতীয় ঢেও মোকাবেলায় সরকার ৫ই এপ্রিল থেকে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত দেশ ব্যাপী এক সপ্তাহের লক ডাউন জারি করেছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সপ্তাহ ব্যাপী লক ডাউনের প্রথম দিনে জীবন যাত্রা অন্য দিনের মত স্বাভাবিক। কিছু দোকানপাট বন্ধ থাকলেও মানুষের চলাচলের উপর কোন প্রভাব পড়েনি।

এই লক ডাউন এর মাঝেও প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে নিয়মিত চলছে অটোরিক্সা, পাখী ভ্যান, চলছে মাটি বাহী ট্রাক্টর, খোলা আছে উপজেলা চা এর দোকান গুলি, মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি। প্রশাসন থেকে বার বার মাস্ক ব্যবহারে জন্য বলা হলে মাস্ক পরিধানে মানুষের মাঝে অনিহা লক্ষ করা যাচ্ছে।

সকালে উপজেলা প্রশাসন থেকে লকডাউনের নির্দেশনার বিষয়ে মাইকিং করা হলেও তাতে কর্নপাত করেনি সাধারণ মানুষ।

সকাল সাড়ে ১১টার সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন সরকার উপজেলা বিভিন্ন বাজারে অভিযান পরিচালনা করে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করা সহ মাস্ক বিতরণ করে এবং প্রত্যেক ব্যবস্যায়ীদের সরকারি নির্দেশনা মেনে চলার জন্য বলা হয় কেও সরকারি নির্দেশনা মেনে না চললে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, আজকে মানুষ ও বিভিন্ন ব্যাবস্যায়ীদের সতর্ক করা সহ নির্দেশনা গুলি জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরবর্তিতে যারা নির্দেশনা না মানবে তাদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে।

এ সময় মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (তদন্ত)শরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম নির্বাহী অফিসারকে সহযোগীতার করেন।

এদিকে,লকডাউন ঘোষণার সাথে সাথে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পর্যটকদের জন্য করা হয়েছে গেটলক।

মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে পর্যটক প্রবেশের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিনি বলেন, গতকাল পর্যন্ত পর্যটক প্রবেশে কিছু শিথিলতা থাকলেও আজ থেকে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পর্যটকদের জন্য গেটলক করা হয়েছে।

পরিচয় মিলেছে মামুনুল হকের সঙ্গে থাকা সেই নারীর

নারায়ণগঞ্জের একটি রিসোর্টে হেফাজত ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হকের সঙ্গে থাকা সেই নারীর পরিচয় মিলেছে। মামুনুল হকের সঙ্গে থাকা সেই নারীর নাম জান্নাত আরা ঝর্ণা (২৭)।

তিনি ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের কামারগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মো. ওলিয়ার রহমান মিয়ার মেজো মেয়ে। ওলিয়ার রহমান কামারগ্রাম ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।

মামুনুল হক ওই নারীর নাম আমেনা তৈয়াবা বললেও ওই নারী নিজেকে জান্নাত আরা বলে পরিচয় দেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও গণমাধ্যমে প্রচারের পর দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তোলপাড়। এ ঘটনায় উপজেলাজুড়ে এখন ঝর্ণাকে নিয়ে চলছে আলোচনার ঝড়।

তবে জান্নাতের আগে বিয়ে হয়েছে, দুটি সন্তান আছে- এ কথা সবাই জানলেও মামুনুল হকের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ের কোনো খবরই জানেন না এলাকাবাসী।

ঝর্ণার বাবা ওলিয়ার রহমান ও মা শিরীনা বেগম সাংবাদিকদের জানান, তাদের মেয়ে জান্নাত আরা ঝর্ণার ৯ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল হাফেজ শহীদুল ইসলাম ওরফে শহীদুল্লাহ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে। তার বাড়ি বাগেরহাটের কচুড়িয়া এলাকায়। তাদের আব্দুর রহমান (১৭) ও তামীম
(১২) নামে দুজন ছেলেসন্তান রয়েছে।

ওলিয়ার রহমান জানান, পারিবারিক কলহের জেরে আড়াই বছর আগে শহীদুল্লাহর সঙ্গে ঝর্ণার বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তারপর দুই বছর আগে পরিবার থেকে পাত্র দেখে মেয়েকে বিয়ে দেয়ার কথা বললেও ঝর্ণা বলতেন তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার জন্য আর কোনো পাত্র দেখতে হবে না।

তার বাবা আরও জানান, ঝর্ণা কাকে বিয়ে করেছে সে কথাটি পরিবারকে জানায়নি কখনো। শুধু একবার ভিডিওকলে তার দ্বিতীয় স্বামীকে দেখিয়েছিল; কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি সেই ব্যক্তি মাওলানা মামুনুল হক ছিলেন।

প্রথম স্বামী হাফেজ শহীদুল ইসলাম ওরফে শহীদুল্লাহর সঙ্গে জান্নাত

আরা ঝর্ণার পরিবারের কোনো যোগাযোগ আছে কিনা- জানতে চাইলে তারা জানান, ডিভোর্সের পর শহীদুল্লাহর সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখেননি তারা।

গোপালপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. মোনায়েম খান বলেন, ঝর্ণার বাবা ওলিয়ার রহমান একজন সহজ-সরল মানুষ। তিনি কামারগ্রাম চার নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি। তার মেয়ের আগে বিয়ে হয়েছে। তার দুই ছেলেও আছে; পরে বিয়ে হয়েছে কিনা জানি না।

প্রসঙ্গত, শনিবার বিকালে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের রয়েল রিসোর্টের পঞ্চমতলার ৫০১ নম্বর কক্ষে তাদের অবরুদ্ধ করেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে। সন্ধ্যায় একদল হেফাজত কর্মী মামুনুল হককে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

মসজিদে নামাজের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নতুন নির্দেশনা

করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে সাত দিনের লকডাউন জারি করেছে সরকার। এমন পরিস্থিতিতে মসজিদে নামাজ আদায়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

সোমবার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এসব নির্দেশনা জারি করে।

এতে বলা হয়, করোনাভাইরাসের কারণে মুসল্লিদের জীবনের ঝুঁকি বিবেচনা করে মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে এবং আগত মুসল্লীকে অবশ্যই মাস্ক পরে মসজিদে আসতে হবে।

প্রত্যেককে নিজ নিজ বাসা থেকে ওজু করে, সুন্নাত নামাজ ঘরে আদায় করে মসজিদে আসতে হবে এবং ওজু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

জামাতের সময় মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের আগে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবাণুনাশক দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। মুসল্লিরা

প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসবেন।

জামাতে আগত মুসল্লিদের অবশ্যই মাস্ক পরে আসতে হবে। মসজিদে রাখা জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না। নামাজ আদায়ের সময় কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দাঁড়াতে হবে এবং এক কাতার অন্তর অন্তর কাতার করতে হবে।

শিশু, বৃদ্ধ, যেকোনো ধরনের অসুস্থ ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি জামাতে অংশগ্রহণ করবেন না।

সর্বসাধারণের সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। জামাত শেষে কোলাকুলি এবং পরস্পর হাত মেলানো যাবে না। নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করার জন্য খতিব ও ইমামগণকে অনুরোধ করা হলো।

খতিব, ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার কথাও বলা হয় এই নির্দেশনায়। এ ছাড়া পশু কোরবানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, জনপ্রতিনিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটি এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন।

মসজিদে ইফতার ও সেহরির আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা

করোনা মহারির কারণে পবিত্র রমজানে দেশের মসজিদগুলোতে ইফতার ও সেহরির আয়োজন করায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাসহ ১০টি নির্দেশনা মেনে মসজিদে জামাত আদায়ের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সোমবার (৫ এপ্রিল) এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।নির্দেশনা না মানলে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়, সর্বসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই পালন করতে হবে। মসজিদে ইফতার ও সেহরির আয়োজন করা যাবে না। করোনাভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে খতিব ও ইমামরা দোয়া করবেন।

প্রসঙ্গত, করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে আজ সোমবার থেকে সারাদেশে এক সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করেছে সরকার। রোববার (৪ এপ্রিল) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

বিচারক-কর্মচারীদের কর্মস্থল ত্যাগ না করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

সরকার ঘোষিত লকডাউনের কারণে সারা দেশে আদালতে বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হলেও বিচারক এবং আদালত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের স্ব স্ব কর্মস্থল ত্যাগ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট।

সোমবার হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার মো. গোলাম রব্বানীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবজনিত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ৫ এপ্রিল থেকে আগামী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম সীমিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে অন্যান্য সব অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পরিচালনা না

করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকায় প্রত্যেক চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একজন করে ম্যাজিস্ট্রেট যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে শারীরিক উপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করবেন। ওই সময়ে (লকডাউন) অধস্তন আদালতে কর্মরত সব বিচারক এবং আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মস্থল ত্যাগ না করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

প্রসঙ্গত, করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে আজ সোমবার থেকে সারাদেশে এক সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করেছে সরকার। রোববার (৪ এপ্রিল) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

ওই প্রজ্ঞাপনের ধারাবাহিকতায় লকডাউন চলাকালে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ভার্চুয়ালি চারটি বেঞ্চ (তিনটি দ্বৈত ও একটি একক) এবং সপ্তাহে দু’দিন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতের বিচারিক কার্যক্রম চলবে। পাশাপাশি দেশের অধস্তন আদালতসমূহের মধ্যে জেলা ও মহানগর প্রতি একজন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে জরুরি বিষয়ে বিচারকার্য পরিচালিত হবে।

২১ লাখ টাকা নিয়ে উধাও বিজিবি সদস্য

হবিগঞ্জ থেকে ২১ লাখ টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছেন এক বিজিবি সদস্য। উধাও বিজিবি সদস্য বরুণ বিকাশ চাকমা খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ির দুরপর্য্যানাল এলাকার বাসিন্দা অনাদি রঞ্জন চাকমার ছেলে। পালানোর আগে মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ এর মাধ্যমে এসব টাকা নিজের বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রীসহ স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে দেন তিনি। এ ঘটনায় বিজিবি সদর থানায় ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ৫৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সামিউন্নবী চৌধুরী জানান, বিজিবি সদস্য বরুণ ক্যান্টিনের বিকাশ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন। সাধারণত প্রতিদিন ২-৩ লাখের

বেশি লেনদেন হয় না। যখন বেতন হয় তখন লেনদেন একটু বেশি হয়। কারণ তখন অনেকেই বাড়িতে টাকা পাঠান। বিকাশ এজেন্টকে বলা ছিল তারা যেন ৩ লাখের বেশি প্রতিদিন লেনদেন না করেন। কিন্তু এরপরও একদিনে ১৫ লাখ টাকা লেনদেন করেছেন।

তিনি বলেন, সব টাকা নগদ নেয়নি। ১৫ লাখ টাকা তার বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রীসহ স্বজনদের বিকাশ একাউন্টে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরপরই পালিয়ে গেছে। তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার পর তারাও মোবাইল বন্ধ করে দিয়েছে। তবে খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে দায়িত্বরত বিজিবির সঙ্গে সহযোগিতা চেয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা খুঁজছেন। আশা করছি সে অবশ্যই ধরা পড়বে।

তিনি বলেন, এ ঘটনায় বিজিবি সদস্য মোমিনুল বাদী হয়ে পৃথক দুইটি মামলা দায়ের করেছেন। বিকাশ এজেন্টকেও বলা হয়েছে তারা যেন মামলা দায়ের করেন।

বিকাশ এজেন্ট স্কাইডেস্ক কমিউনিকেশনের সত্ত্বাধিকারী সৈয়দ ইশতিয়াক হাসান বলেন, বরুণ বিকাশ চাকমা নামে বিজিবির ওই সৈনিক তাদের সঙ্গে প্রায় ৬-৭ মাস যাবত ব্যবসায়িক লেনদেন করে আসছিলেন। তিনি বিকাশের মাধ্যমে তাদের কাছে লাখ লাখ টাকা নিয়ে বিজিবির বিভিন্ন কাজকর্ম করে আসছিলেন। সর্বশেষ এপ্রিলের শুরুতে তিনি তাদের কাছ থেকে ১৮ লাখ টাকা নেন। এরপর থেকেই তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। পরে বিজিবির ক্যাম্পে গিয়েও তার কোনো সন্ধান পাননি তারা।

জানা গেছে, বরুণ বিকাশ চাকমা নামে বিজিবির ওই সৈনিক সদর উপজেলার ধুলিয়াখালে ৫৫ বিজিবি ক্যাম্পের ক্যান্টিনে কর্মরত ছিলেন। ফলে তার হাতে বিজিবির নগদ ৩ লাখ টাকা ছিল। এছাড়াও তিনি প্রতিমাসের প্রথম দিকে শহরের রাজনগরস্থ অনামিকা কমিউনিটি সেন্টারের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত স্কাইডেস্ক কমিউনিকেশন থেকে বিকাশের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা লেনদেন করে আসছিলেন।

এর প্রেক্ষিতে মাসের শুরুর দিকেই তিনি ওই বিকাশ এজেন্ট থেকে প্রায় ১৮ লাখ টাকা নেন। টাকা নেয়ার পর থেকেই ফোন বন্ধ রেখে উধাও হয়ে যান বিজিবির ওই সৈনিক। এরপর থেকে তার খোঁজ পেতে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করা হলেও তার কোনো পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না।

সদর মডেল থানার ওসি মো. মাসুক আলী জানান, বিজিবির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করছে।

লকডাউনের প্রথম দিনে ৫২ মৃত্যুর সংবাদ

লকডাউনের প্রথম দিনে দেশে করোনাভাইরাসে ৫২ জনের মৃত্যুর খবর দিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

সোমবার অধিদপ্তরের নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে শনাক্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৭৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৯৩২ জন।

দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৪৩৯ জন এবং মৃতের সংখ্যা ৯ হাজার ৩১৮ জন। আর সুস্থ হওয়ার রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৪১৪ জন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ সময়ে ৩১ হাজার ৯৭৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষা করা হয়েছে ৩০ হাজার ২৩৯টি নমুনা। মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৮ লাখ ১৩ হাজার ৬২৪টি।

গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ৪০ শতাংশ। মোট পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ৫২ জনের মধ্যে ৩৪ জন পুরুষ, বাকি ১৮ জন নারী। ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে, ২ জন মারা গেছেন বাড়িতে। মোট মারা যাওয়া ৯ হাজার ৩১৮ জনের মধ্যে পুরুষ ৭ হাজার ৪ জন, নারী ২ হাজার ৩১৪ জন।

কবে টিকার দ্বিতীয় ডোজ, জানালেন প্রধানমন্ত্রী

আগামীকাল মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে করোনার প্রথম ডোজের টিকা দেওয়া। শিগগিরিই আরও টিকা দেশে আসবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমাগী ৮ এপ্রিল থেকে করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া শুরু হবে বলেও জানান তিনি।
সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি এসব তথ্য জানান।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন।

বৈঠক শেষে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ‘লকডাউনের নির্দেশনা সবাইকে কঠোরভাবে মানতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। করোনার সংক্রমণ রোধে মানুষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। লকডাউন দেওয়ায় আগের চেয়ে মানুষের আনাগোনা কমেছে।’

বইমেলায় নিয়ম কড়াকড়িভাবে মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বইমেলায় কঠোরভাবে নিয়ম মানা হচ্ছে। যদি এর ব্যতয় হয় তাহলে সরকার নতুনভাবে চিন্তু করবে। গণপরিবহনসহ অন্য কোথাও যদি সরকারের নির্দেশনা অমান্য করে তাহলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

প্রসঙ্গত, করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় আজ থেকে শুরু হয়েছে লকডাউন। চলছে আগামী ৭ দিন।